[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জানা যায়, আতিকা মেহেরপুর সদর উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের আমজাদ হোসেনের মেয়ে। গ্রাম থেকে গোভিপুরে নানার বাড়িতে যাওয়ার সময় রাস্তায় তার এই ঘটনা ঘটে। সাথে থাকা ভাই তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

এখন আহত আতিকা মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

গাংনীর সাহারবাটিতে কৃষকের চার বিঘা জমির ফসল কেটেছে দুর্বৃত্তরা

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে কৃষক মোহন আলী নামের এক কৃষকের চার বিঘা সবজি ক্ষেত কেটে বিনাস করেছে দুর্বৃত্তরা। সবজি ক্ষেতে লাউ ও কুমড়া আবাদ করছিলেন তিনি।

সোমবার দিনগত রাতে মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের আটকবর মাঠে এমন অমানবিক ঘটনা ঘটে। এতে অন্ততঃ ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেছেন কৃষক মোহন আলী ।

কৃষক মোহন আলী জানান, প্রতি দিনের মতো তিনি সবজি ক্ষেত পরিচর্যা শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে ওই ক্ষেতে গিয়ে দেখেন সমস্ত লাউ ও কুমড়ার ২ হাজার গাছের গোড়া কেটে দিয়েছে দৃর্বৃত্তরা। গাছে যে পরিমান লাউ ও কুমড়া আছে তা এ মুহুর্তে বিক্রি করাও যাচ্ছে না।

একেতো ঈদের সময় অন্যদিকে পরিবহন সমস্যা প্রকট। তিনি আরো জানান, লাউ ও কুমড়ার চারা রোপন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

যে মুহুর্তে ফসল বিক্রি করার সময় সেই মুহুর্তে ফসল তছরুপ করায় কৃষক মোহন আলী পথে বসেছে। মহন আলীর আবাদ তছরুপ করাই অন্যান্য

কৃষকরাও আতংকিত হয়ে পড়েছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, আমি মহন আলীর লাউ ও কুড়ার বাগানে গিয়েছেলাম। ৫/৬মাস পরিচর্যার পর যে সময় কৃষক লাউ এবং কুমড়ার বাজারে তুলবে সেই মুহুর্তে বাগানের সব গাছ কেটে দিয়েছে এটি মধ্য যুগীয় বর্বরতা। দোষীদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জানান, দেশের সব চেয়ে বেশি সবজি উৎপাদনকারি জেলা মেহেরপুর। মেহেরপুরের অন্যান্য এলাকার সবচেয়ে বেশি সবজি উৎপাদন হয় সাহারবাটি মাঠে।

সেই মাঠের কুষের আবাদ কেটে দিয়ে সমগ্র কৃষকের ক্ষতি করেছে। যারা এই অপকর্মের সাথে জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনতে ব্যার্থ হলে সবজি উৎপাদনে কৃষকরা নিরুৎসাহিত হবে। ফলে এলকায় সবজি ঘাটতি দেখা দেবে।

সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান জানান, আমি মহন আলির আবাদ কেটে দেয়ার বিষয়টি শুনে জমিতে গিয়েছিলাম।

প্রতিটি ডগাই লাউ ও কুমড়া হয়েছে। এমন ঘটনা ঘটতে থাকলে এবং কৃষক যদি বিচার না পাই তবে অন্যান্য কৃষকরা ফসল নিয়ে আতংকে থাকবে এব্য ফসল উৎপাদনে নিরুৎসাহি হবে।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন জানান, এটি শুধুমাত্র কৃষক মহন আলীর একক ক্ষতি নয়। এটি দেশের ক্ষতি। কারন এই ফসল কুষক মহন আলী একা সুবিধা ভোগ করতো না। এহেন কর্মকান্ডের নিন্দা ও দোষীদের আইনের আওতায় আনারও দাবী করনে তিনি।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, এবষিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক থানায় অভিযোগ করলে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষককে আইনী সহায়তা প্রদান করা হবে। এবং তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মোনাখালীতে মিডার কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

প্রতিকূলতা দূরে থাক মিডা এগিয়ে যাক এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালীতে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০ টার সময় মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মোনাখালী শিক্ষা উন্নয়ন সংঘ, মিডা এ কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা আয়োজন করে।

স্থানীয় সংগঠন মিডার সভাপতি মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মিডার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও মেহেরপুর সদর সহকারী শিক্ষা অফিসার আসাফুদ্দৌলা শামিম।

মিডার উপদেষ্টা ও রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফিরাতুল ইসলাম, উপদেষ্টা ও পুরন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক শিরিনা আক্তার, মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হাজী সাদেক আলী, মিয়া মনসুর একাডেমির সহকারী শিক্ষক বায়োজিদ হোসেন।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, মিডার সাধারণ পরিষদের সদস্য শাহীনুর রহমান মানিক, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ, মুজিবনগর উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডার আমজাদ হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমান ডাবলু, মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক মেনেজিং কমিটির সভাপতি কামারুল ইসলাম।

সকল অতিথিবৃন্দুরা গ্রামের সকল ছাত্র – ছাত্রী ও কৃতি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দিক নিদের্শনা ও লেখাপড়া মান উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেন। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়,মেডিকেলে চাঞ্চপ্রাপ্ত ছাএ-ছাএীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানায় এবং তাদের হাতে মিডার পক্ষ থেকে ক্রেষ্ট তুলে দেওয়া হয়।

উক্ত অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ পরিষদের সদস্য শহিদুল ইসলাম আন্টু, মিজানুর রহমান, মিডার সাবেক সভাপতি হাসানুজ্জামান সোহাগ, সাবেক লাইব্রেরি সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, সহসভাপতি সালাউদ্দিন,

রাজু আহম্মেদ, সাধারণ সম্পাদক আল ইকরাম সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাব্বির আহম্মেদ মুন্না, অর্থ সম্পাদক আসিফ ইকবাল শুভ, লাইব্রেরি সম্পাদক মাহফুজ ইমন, মুস্তাকিন আলী, নাজমুল হোসাইন, কানিজ সুবর্না তন্নি, নাইমা শ্রাবনী, মুস্তাকিম, আল মামুন,সদস্য পিয়াস, রাকিব, সাব্বির, অন্তর, রাজিব ,জিহাদ প্রমুখ।

চরম ব্যাস্ত একদিনের কসাইরা

ঈদুল আজহায় নামাজ শেষে দিনব্যাপী কোরবানির পশু নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করেছেন কোরবানীদাতারা। এ সময় গরু-ছাগলের চামড়া ছাড়ানো, মাংস ও হাড় কাটতে অনেকটা সময় পার হয়ে যায়।

এতে পরিবারের সদস্যের পাশাপাশি যদি কসাই থাকে তবে পশু কোরবানির সব কাজই খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়।

মেহেরপুর জেলার গাংনী, মুজিবনগর ও সদর উপজেলার প্রতিটি পাড়া- মহল্লার অলিগলিতে প্রায় প্রতিটি বাড়ির সদস্যরা পশু কোরবানিতে ব্যস্ত রয়েছেন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় কসাই না থাকায় ভিন্ন পেশার অনেক মানুষ মৌসুমী কসাই হয়ে পশু কোরবানি করেছেন। এজন্য জেলা শহরের বাইরে থেকেও অনেকে মৌসুমী কসাই হিসেবে কাজ করতে এসেছেন। তারা পারিশ্রমিকের বিনিময় ‘একদিনের কসাই’ হিসেবে কাজ শেষে আবার চলে যান। পশু ভেদে একটি ছাগলের জন্য মজুরী নিচ্ছেন ৫-৭শ’ টাকা।

বাওট গ্রামের সিরাজুল ইসলাম একজন কাপড় ব্যবসায়ী। গরু-ছাগল কোরবানির পর চামড়া ছাড়ানো থেকে মাংস কাটার কাজে যুক্ত হয়েছেন। কোরবানির ঈদে তিনি ‘একদিনের কসাই ‘ হয়ে যান।

সিরাজুল বলেন, আগেও এই কাজ করেছি। প্রতি কোরবানির সময় তার গরু- ছাগলের মাংস কাটার কাজ করে থাকি। পরে মজুরি ও কোরবানির মাংস নিয়ে বিকেলে বাড়ি চলে যাই।

তিনি বলেন, আমি জাত কসাই না, তবে কোরবানির ঈদে সব সময় এই কাজটি করি। এতে কিছু টাকা উপার্জনও হয়। তার সঙ্গে হাফিজুল, হামিদুল ও রাসেল নামে তিনজন সহযোগীও আছেন।

জোড়াপুকুর গ্রামের রাইহান আলী ও সমসের আলী পেশায় রাজমিস্ত্রিী। কোরবারীর ঈদে কসাইয়ের সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন। তারা দুজন ঈদের দিনে মৌসুমী কসাই হিসেবে কাজ করে থাকেন। এতে তারা এক/দুই হাজার টাকার আয়ের পাশাপাশি দেড় দুই কেজি কোরবানির গোস্তও পাবেন।

জোড়পুকুরে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তারা কোরবানির গরুর মাংস বানানোর কাজ করেছেন।

শিশিরপাড়া গ্রামের সেতাব আলী কোরবানি ঈদে বনে যান মৌসুমী কসাই। প্রতি বছরের মত এবারও একদিনের কসাই হিসেবে কাজ করছেন।

সেতাব আলী বলেন, কোরবানির পর গরুর মাংস বানানো ও হাড় কোপানো একটি ঝামেলার কাজ। নিজেরা এই কাজ করতে গেলে দিন পার হয়ে যায়। এছাড়াও হাড় কোপানোর কাজ সবার জানা নেই। তাই কসাই হিসেবে লোকজনকে নেন কোরবানীর মালিকরা।

আমরা দু’জনে মৌসুমী কসাই হিসেবে কাজ করেছি। দুপুরের মধ্যে সব মাংস তৈরী করতে পেরেছি। আমরা মূলত কসাই না, তবে কাটাকাটির বেশ কিছু নিয়ম জানি।

ছাতিয়ানের রমতুল্লাহ, আজগর আলী বলেন, দু’টি গরু বানানোর কাজের চুক্তি করেছি। আমার সঙ্গে তিনজন সহযোগী রয়েছে।

তারা বলেন, সকালে ২টি গরু বানানোর পর মালিক ৫ হাজার টাকা দিয়েছেন। দুপুরের মধ্যে দু’টি গরু বানানো শেষ হয়ে যায়।

তিনি মৌসুমি কসাই হলেও পেশাদার এক কসাইয়ের মাধ্যমে গরু কাটার কাজ পেয়েছিলেন।

এছাড়া এবারের ঈদে দেখা গেছে বেশির ভাগই মৌসুমী কসাই। তারা কেউ ভাড়াটিয়া, কেউ অন্য পেশার লোক।

ঈদুল আজহায় কোরবানির পশু জবাইয়ের পর মাংস বানানোর কাজে রিকশা- ভ্যানচালক, হকার, রাজমিস্ত্রী, গাড়িচালক, দারোয়ানসহ ভিন্ন পেশার অনেক মানুষ মৌসুমী কসাইয়ের কাজ করেছেন।

ঈদের দিন সকালে বিভিন্ন এলাকা থেকে নিম্ন আয়ের মানুষরা মৌসুমী কসাই হয়ে গাংনী উপজেলা শহরে আসেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে ঈদ উপলক্ষে মাংস বিক্রির ধুম

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। আগামীকাল পবিত্র ঈদুল আযহা। তাই কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে মেহেরপুরে মাংস বিক্রির ধুম পরেছে।

মেহেরপুরে বেশ কয়েকটি জায়গায় বসেছে মাংসের দোকান। সারাদিনই ব্যাপক বিক্রি হচ্ছে গরু, ছাগল ও মহিষের মাংস।

আজ শনিবার সরজমিনে মেহেরপুর শহরে হোটেল বাজার,বড় বাজার, স্টেডিয়াম মোড়, চুলকানির মোড়সহ আরো কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখা যায় ঈদের আগমূহুর্তে ব্যাপক বেচাকেনা করছে মাংস বিক্রেতারা।

বিক্রেতারা বলেন, মাংস বিক্রির পরিমাণ বেশ ভালো। ঈদের আগের দিন অনুযায়ী ভালোই ক্রেতা পাচ্ছি মাংস বিক্রির জন্য। ছাগল ৮৫০, গরু ৬৫০, মহিষ ৭০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাংস বিক্রেতা আরব মীর বলেন, অন্যান্য বারের চেয়ে মাংসের কেজি প্রতি মুল্য একটু বেশি। তবে ক্রেতা ভালোই আছে এবং মাংস বিক্রি করতে পারছি দ্রুত।

তবে রোযার ঈদে যে পরিমাণ গরু, মহিষ জবাই করা হয়েছিল তার তুলনায় এই ঈদে অনেক কম। তবে জাকজমকের সাথেই চলছে বেচা কেনা।

ক্রেতা বিল্লাল বলেন, মাংসের দাম একটু বেশি তাও বেচাকেনা ভালোই জাকজমক দেখতে পারছি। তিনি আরো জানান, মাংস বিক্রির ধুম পড়েছে মেহেরপুরে। সকালে ঈদের জন্য ভালো মাংস কিনে নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে।

মেহেরপুরের বিশিষ্ট জনেরা কে কোথায় ঈদের নামাজ আদায় করবেন

মুসলমানদের দুটি বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে ঈদুল আযহা অন্যতম।ঈদুল আযহাকে কেন্দ্র করে উৎসব মুখর পরিবেশ এখন প্রতিটি মুসলিম ঘরে ঘরে।

ইতোধ্যে নাড়ির টানেই দেশের পানে ছুটে এসেছেন অনেকেই। কারণ, আপনজনদের সাথে ঈদের নামায প্রতিটি মুসলিম মানুষের ধর্মীয় অনুসঙ্গের একটি।এলাকার বিশিষ্ট জনেরা নিজ নিজ এলাকায় ঈদের নামায আদায়ের পাশাপাশি কুশল বিনিময় করে নেন একে অপরের খোঁজ খবর। সে ধারাবাহিকতায় মেহেরপুর জেলার বিশিষ্টজনদের ঈদ-উল আযহার দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ কে কোথায় পড়বেন এ নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন।

মেহেরপুর প্রতিদিনি প্রকাশক ও রাজধানী টিভির পরিচালক বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সদস্য ও আনিসা গ্রুপের স্বতাধিকারী এম এ এস ইমন ঈদের নামাজ আদায় করবেন ঢাকা মিরপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে।

বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাছিম বিল্লাহ মতু মেহেরপুর পৌর ঈদগাহের প্রধান জামাতে নামাজ আদায় করবেন। এবং নামাজ শেষে এলাকার মানুষের সুখ ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। পরে নিজ নিজ বাড়ির সামনে স্থানীয় নেতা কর্মীদের সাথে ঈদের কুশল বিনিময় করবেন তারা।

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন তার নিজ গ্রাম তেরাইল কেন্দ্রীয় মাঠে নামাজ আদায় করবেন। মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন তার নিজ গ্রাম হিন্দা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে নামাজ আদায় করবেন। মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি মকবুল হোসেন গাংনী কেন্দ্রীয় ময়দানে ঈদের নামাজ আদায় করবেন। পরে এসব জনপ্রতিনিধি নিজ এলাকায় ও গাংনী উপজেলা শহরের বাড়িতে নেতা

কর্মীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন, পৌর-মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন,মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের বিএটিবি সংলগ্ন পৌর ঈদগা মাঠে নামাজ আদায় করবেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও আইনজীবি সমিতিরি সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী মেহেরপুর পুরাতন ঈদগাহ মাঠে নামাজ আদায় করবেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক নামাজ আদায় করবেন গাংনী পৌর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে। এবং গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী নামাজ আদায় করবেন চৌগাছা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে। সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে নামাজ আদায় করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু পৌর ঈদগাহ ময়দানে নামাজ আদায় করবেন। মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস তার নিজ গ্রাম আনন্দবাস গ্রামের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে নামাজ আদায় করবেন।

মেহেরপুরে পুলিশের নিয়মিত অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে নিয়মিত মামলার ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূ্ক্ত ৩ জনসহ ৪ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১ জনকে, মুজিবনগর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ২ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (৯ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভার্প্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এছাড়া গাংনী থানায় মারমারির অভিযোগে একটি মামলা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে কোরবানীর শেষ হাটে ক্রেতাদের ভিড়, দাম চড়া

কোরবানীর আর মাত্র ১ দিন বাকী তাই শেষ মুহুর্তে ক্রেতারা ভিড় করছে মেহেরপুরের হাটগুলোতে। গত তিনবারের পশুর হাট গুলোর থেকে শেষ দিনে আরো জমে উঠেছে মেহেরপুর জেলার গরুর হাটগুলো। তবে গরুর দাম তুলনামূলক বেশি হওয়ায় ক্রেতাদের হতাশ হয়ে বাড়িতে ফিরতে হচ্ছে।

কোরবানি নিকটে তাই ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই ছুটছে পশুর হাটে। মেহেরপুরে প্রচুর গরু থাকলেও বেশী দামের আশায় অধিকাংশ গরু চলে যাচ্ছে বড় বড় জেলার হাটগুলোতে। ফলে এবার স্থানীয় হাটে গরুর দাম একটু চড়া বলে জানান বেপারীরা।

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুরের পশুহাট ঘুরে দেখা যায়, বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে গরু। অনেকেই এসেছেন বিক্রি এবং ক্রয় করতে। আবার কেউ কেউ এসেছেন কোরবানীর পশু দেখতে। অনেকেই ফিরে যাচ্ছে গরুর দাম সাধ্যের থেকে বেশি হওয়ায়।